মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
জানুয়ারি ১৪, ২০০৭, রবিবার : মাঘ ১, ১৪১৩

মামুন কেচ্ছা : শূন্য থেকে কোটিপতি

জোট সরকারের ৫ বছরে হাজার কোটি টাকার মালিক

কাগজ প্রতিবেদক : বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানের বাল্যবন্ধু ও ব্যবসায়িক পার্টনার গিয়াসউদ্দিন আল মামুন বিএনপি-জামাত জোটের ক্ষমতার ৫ বছরে রহস্যজনকভাবে অগাধ সম্পদের মালিক হয়েছেন। '৮৯ সালের শেষ দিকে ছাত্রাবস্থায় মামুন তার পারিবারিক ব্যবসা গুলিস্তান-ধামরাই ও ঢাকা-চাঁদপুর র"টের দুটি মিনিবাস এবং এলিফ্যান্ট রোডের পূবালী মেডিসিন নামে একটি ওষুধের দোকানের ব্যবসা চালালেও সুবিধা করতে না পেরে '৯০ সালে ওষুধের দোকান ও মিনিবাস দুটি বিক্রি করে দেন। সেই মামুন গত ৫ বছরে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন। এখন তিনি হাজার কোটি টাকার মালিক বলে খবর রটলে গত আগস্ট মাসে দেশের খ্যাতনামা আইনজীবী ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে এক আলাপে মামুন নিজেই স্বীকার করেন ব্যবসায় তার ৩০০ কোটি টাকা মূলধনের কথা। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গড়ে ওঠা মামুনের ওয়ান গ্র"পের অধীনে ৭টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরো দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত। অনেকটা আলাদীনের জাদুর চেরাগ পাওয়ার মতোই তার এই নাটকীয় উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে চোখ ধাঁধানো কাহিনী।

উলেখ্য, গত বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী জর"রী অবস্থা জারির পর ঐ রাতে মামুনের বাসভবনে অভিযান চালিয়ে সেনা সদস্যরা তাকে আটক করে। পরে জিজ্ঞাসাবাদের পর ঐ রাতেই তাকে ছেড়ে দেওয়ায় তাকে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে নতুন করে কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, খালেদাপুত্র তারেক রহমানের সঙ্গে গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের বন্ধুত্ব গত ২৫ বছরের। জোট সরকারের গত ৫ বছরে সব সেক্টরের ব্যবসা বাণিজ্যে নাক গলিয়ে এবং নিয়মিত কমিশন আদায় করে মামুন এখন কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক। বনানীর ডিওএইচএস-এ গত বছরের শেষ দিকে তিনি ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আলিশান প্রাসাদ গড়েছেন। গাজীপুরের ছায়াবীথিতে স্বপ্নপুরী 'খোয়াব ভবন' নির্মাণেও কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ের কথা এলাকাবাসীর মুখে মুখে। ভোলার সাবেক সাংসদ হাফিজ ইব্রাহীমের ছোটভাই মামুন শূন্য হাতে ব্যবসায় নামলেও এখন বিএমডবিও, মারসিডিজ, ভি এইট, ভি সিক্স, প্যারাডো, পাজেরোসহ বিশ্ববিখ্যাত বেশ কয়েকটি কোম্পানির দামি গাড়ি ব্যবহার করেন। উলেখ্য, ২০০৪ সালের মে মাসে টঙ্গীর জনপ্রিয় সাবেক সাংসদ, আওয়ামী লীগ নেতা আহসানউলাহ মাস্টার হত্যাকাণ্ডের পর মামুনের খোয়াব ভবন জনরোষে পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনতা তখন 'খোয়াব' আক্রমন ও ভাঙচুর করে

আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৮৭ সালে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভাই মেজর(অব) সাইদ ইস্কান্দারের টেরিটাওয়েল কারখানার ১০ ভাগ শেয়ার কিনেন মামুন । '৯১ সালে সাইদ ইস্কান্দার কারখানাটি ভোলার আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়াত ওবায়দুল হক বাবুলের কাছে বিক্রি করে দেন। পরে '৯১ সালে মামুন 'রহমান নেভিগেশন' নামে একটি ব্যবসায় তারেক রহমান ও তার ছোটভাই আরাফাত রহমান (কোকো)-র সঙ্গে অংশীদার হন । দুটি জাহাজ দিয়ে তাদের এই ব্যবসা শুর" হয়। এখন তাদের রয়েছে ৫টি জাহাজ।
এদিকে '৯২-৯৩ সালে ঢাকার মিরপুরে প্রতিষ্ঠিত ইউনিটেক্স অ্যাপারেল ও ক্রোনোটেক্স অ্যাপারেল নামে দুটি গার্মেন্টসের ৩০ ভাগ শেয়ার কিনেন মামুন। এই গার্মেন্টস দুটির চেয়ারম্যান সাইদ ইস্কান্দার এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারেক রহমান। মামা- ভাগ্নে এই দুজন ৩০ ভাগ করে শেয়ার। অপর ১০ ভাগ শেয়ারের মালিক ক্রিকেট বোর্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আল মামুন। '৯৮ সালের শেষ দিকে গার্মেন্টস দুটি বিক্রি করে দেওয়া হয়। এরপর মামুন সাইদ ইস্কান্দারের মালিকানাধীন ড্যান্ডি ডাইং-এর শেয়ার কিনেন। তারেক রহমান এবং আরাফাত রহমানও ড্যান্ডি ডাইং-এর অংশীদার।
বিএনপির একাধিক সূত্র মতে, ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের আগে বিএনপি-জামাতের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিঙের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বনানীর হাওয়া ভবনে সার্বক্ষণিক তদারকি করেন এই মামুন। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মামুন গড়ে তোলেন 'ওয়ান গ্র"প'। মামুনের মালিকানায় ওয়ান গ্র"পের অধীনে ওয়ান টেক্সটাইল, ওয়ান কম্পোজিট, প্রিকাস্ট কনক্রিট ইন্ডস্ট্রিজ লিঃ, ওয়ান স্পিনিং, ওয়ান ডেনিম, ওয়ান কনজ্যুমার প্রডাক্ট লিঃ, খাম্বা লিঃ নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । মামুন জড়িয়ে পড়েন সিলভার লাইন কম্পোজিট মিলের সঙ্গে এবং চ্যানেল ওয়ান নামে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের মালিক বনে যান। ২০০২ সালে গাজীপুরে ওয়ান টেক্সটাইল মিল গড়ে তোলা হয় ।
অপরদিকে ২০০২ সালের ১০ মার্চ ৬৫-৬৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার ঢাকা চেম্বার এন্ড কমার্স ভবনের ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার যাত্রা শুর" করে মামুনের বৈদ্যুতিক খুঁটি তৈরির কারখানা ' দি খাম্বা লিমিটেড'। মামুন খাম্বার এমডি এবং সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর ভাতিজা জাভেদ হাসান মাহমুদ, সাবেক সাংসদ এম এইচ সেলিম, এপেক্স উইভিং অ্যান্ড ফিনিশিং-এর চেয়ারম্যান হার"ন উর রশিদ ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজর"ল ইসলামের নাতি বাবুল কাজী এর অংশীদার। ঢাকা চেম্বার ভবনে খাম্বার কোনো অফিসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া না গেলেও তারা এই ভূয়া ঠিকানা ব্যবহার করেই সারাদেশে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হাতিয়ে নিয়েছে। অথচ কোনো কর্তৃপক্ষই এর কোনো প্রতিবাদ করার সাহস করেনি। ২০০৫ সাল পর্যন্ত সাবেক সাংসদ ও হাওয়া ভবনের মালিক আলী আসগর লবীও এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বনানীর সিলভার টাওয়ারে ওয়ান গ্র"পের প্রধান অফিস হলেও ঢাকাতেই তার (মামুনের) আরো একাধিক অফিস রয়েছে বলে জানা গেছে।
২০০৪ সালে মামুনের ওয়ান স্পিনিং ও ওয়ান ডেনিমের যাত্রায় অংশীদার হন সাবেক বন ও পরিবেশ এবং পরবর্তীকালে পাটমন্ত্রী শাজাহান সিরাজের পুত্র রাজিব সিরাজ অপু। এ সময় মামুন সাবেক সাংসদ রাশিদুজ্জামান মিলাত ও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর মালিকানাধীন বৈদ্যুতিক খুঁটি প্রস'তকারী প্রতিষ্ঠান প্রিকাস্ট কনক্রিট ইন্ডাস্ট্রিজ কিনে নেন। এই প্রতিষ্ঠানে তখন প্রতিদিন ৩০০ পিস খুঁটি তৈরি করা হতো। এ ব্যাপারে মামুনের দাবি হচ্ছে, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানটি নিলাম করলে তিনি সেটি কিনে নিয়েছেন মাত্র। ২০০৫ সালে ওয়ান কনজ্যুমার প্রডাক্ট লিঃ-এর যাত্রা শুর" হয়। এতে মামুনের অংশীদার হন বিখ্যাত শেফ টমি মিয়া। ২০০৫ সালে মামুন ক্ষমতার দাপটে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা'র চেয়ারম্যান হন। তার অন্যায় প্রভাবের কারণে লঞ্চ মালিকদের নানা অনিয়মের বির"দ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়। তার ক্ষমতার দাপটে ত্র"টিপূর্ণ কোকো-৪ লঞ্চকে জরিমানা করায় সংশিষ্ট নৌ ম্যাজিস্ট্রেট মুনির চৌধুরীকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়। ক্ষমতার দম্ভে তৎকালীন নৌ পরিবহনমন্ত্রী মরহুম কর্নেল (অব.) আকবর হোসেনও মামুনের কাছে নতজানু হতে বাধ্য হয়েছিলেন।
সূত্র আরো জানায়, গাজীপুরে মামুনের ওয়ান কম্পোজিটে নিটিং, ডাইং ও গার্মেন্টসে আড়াই হাজার লোক কাজ করে। এর পাশেই বৈদ্যুতিক খুঁটি তৈরির কারখানা খাম্বা লিঃ। অবশ্য পঞ্চগড় থেকে ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে সদর উপজেলার গরিনাবাড়ী ইউনিয়নের গোয়ানপাড়ায় ৯৯ একর জমিতে খাম্বার কারখানা প্রতিষ্ঠার পর ২০০৩ সালে ঐ কারখানার উৎপাদন শুর" হয়।
গুলশানের উদয় টাওয়ারে চ্যানেল ওয়ানের অফিস। এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক গিয়াস উদ্দিন আল মামুন, চেয়ারম্যান সাবেক সাংসদ এম এ এইচ সেলিম, পরিচালক শাহ হাবিবুল হক, মেহেদী হাসান, র"মানা মাহমুদ, আরমান চৌধুরী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মাজেদুল ইসলাম।

এছাড়া জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল একুশে টিভির মালিকানার শেয়ার জোর করে নেওয়া এবং এর যন্ত্রপাতি জোর করে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে তার বির"দ্ধে। স্বচ্ছ কোনো আয়ের উৎস না থাকলেও শুধুমাত্র তারেক রহমানের বন্ধু হওয়ার সুবাদেই তার নাম ভাঙিয়ে গত ৫ বছরে মামুন নানাভাবে একের পর এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং কমিশন আদায় করে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। এখন তিনি দেশের আলোচিত ধনীদের মধ্যে অন্যতম। গত বছর আগস্ট মাসে চ্যানেল ওয়ানের এক টক-শো শুর"র আগে সেখানে অপেক্ষমান মামুন নিজের সততা জাহির করার উদ্দেশ্যে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে আলাপকালে নিজেই বলেন, ব্যবসায় ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি। ১৯৮৭ সাল থেকে ব্যবসা করে আসছি। জোর করে কোনো ব্যবসা নেইনি। চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি কেউ কোনো প্রমাণ দিতে পারবে না।

This page has been printed from the web site of The Daily Bhorer Kagoj
(www.bhorerkagoj.net).
URL: http://www.bhorerkagoj.net/news.php?id=35092&sys=3

Developed by: Colors of Bangladesh (www.colorsofbangladesh.com)